উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ।

‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন’ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করছে এনবিআরঃ কর পরিপালনকারী ব্যবসায়ীদের সাথে নিবিড় অংশীদারিত্বের মেলবন্ধ।

উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ । সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন ‘রোল মডেল’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। রাজস্ব সংগ্রহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর মানুষের প্রত্যাশা দিন দিন বাড়ছে। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমাজের সব স্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের মোট কর রাজস্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ, রাজস্ব সম্পদের প্রায় ৮৬ শতাংশ সংগ্রহের পাশাপাশি জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দিয়ে থাকে। সম্মানিত করদাতাদের আধুনিক ও যুগোপযোগি সেবা দিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বদ্ধপরিকর।

করদাতাগণের প্রদত্ত রাজস্বই সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান চালিকাশক্তি। রাজস্ব সংগ্রহে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃজনে ‘সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা’ (Good Governance and Modern Management) কাঠামোর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন’ নীতি অনুসরণ করছে। সম্মানিত করদাতাদের দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করছে । একটি রাজস্ব ও উন্নয়ন-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও করদাতাগণ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। করদাতাদের সমান আইনী সুবিধা প্রদান যেমনি রাজস্ব বোর্ডের দায়িত্ব, তেমনি যথাসময়ে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদানও করদাতার দায়িত্ব। যথাযথ রাজস্ব পরিশোধ ও তা জনস্বার্থে সংগ্রহপূর্বক সরকারের রাজস্ব কোষাগারে জমাদান যথাক্রমে করদাতা প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কাজ। জনকল্যাণে রাজস্ব সংগ্রহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পরিপালনের ক্ষেত্রে সৎ ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ প্রণোদনা প্রদান এবং কর-খেলাপীদের বঞ্চিতকরণের নীতি অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশের চলমান শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের প্রদত্ত এ ধরণের সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ কর পরিপালন পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড । সে পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী সকল প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর পরিপালন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়। ইতোপূর্বে তিনটি প্রতিষ্ঠান এ ধরণের অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করে আসছিল।

প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনকারী উল্লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক পার্ক লিমিটেড এর এ সংক্রান্ত কোন অনিষ্পন্ন বিষয়াদি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মেসার্স মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কিছু অনিষ্পন্ন মামলা থাকলেও গত ০৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সরকারের পাওনা পরিশোধ করে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও তাঁদের আবেদনটি তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদন করেছে, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

অপর একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মেসার্স যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭টি চলমান মামলার বিপরীতে প্রাথমিক প্রাক্কলিত হিসাবে সরকারের প্রায় ২১৬.৯৪ কোটি টাকা ও অপর প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যারোমেটিক কসমেটিকস লিমিটেডের বিরুদ্ধে সুদসহ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার রাজস্ব বকেয়া থাকায় তাদের আবেদনটি বিবেচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রটির ভাষা ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশালীন, যা ব্যক্তিগত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ ও বক্তব্যের মাধ্যমেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভাবমূর্তি হেয় করার অপপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থার প্রতি এহেন অপপ্রয়াস রাষ্ট্রের প্রতি অপপ্রয়াস হিসেবে বিবেচিত, যা জনগণ ও সরকার কারও কাছেই কাম্য হতে পারে না। উল্লেখ্য যমুনা গ্রুপের নিকট ভ্যাট ও কাস্টমস্ ডিউটি হিসেবে বকেয়া রাজস্ব ২১৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা গেলে এই সংগৃহিত টাকা দিয়ে সরকারের নিম্মোক্ত উন্নয়ন কাজসমূহ করা সম্ভবঃ

- ১,০৮,০০০ টি কালভার্ট নির্মান করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ ১,৬৯০ টি কালভার্ট নির্মান করা সম্ভব।
- ১০৮ কিলোমিটার গ্রামীন সড়ক নির্মান করা যেতে পারে।
- ৪৩২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মান করা যেতে পারে। সে হিসেবে প্রতি জেলায় কমপক্ষে ৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মান করা যায়।
- ৪৩,২০০ টি মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির মেরামত করা যেতে পারে। সে হিসেবে প্রতি জেলায় ৬৭৫ টি।
- ৪,৩২,০০,০০০ (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ) শিশুকে একবেলা (৫০ টাকার খাবার) মিডডে লাঞ্চ (স্কুল ফিডিং) দেয়া যায়।
- ৭২,০০,০০০ (বাহাত্তর লক্ষ) বয়স্ক লোককে এক মাসের বয়স্ক ভাতা প্রদান করা যাবে।
- ২,০০,০০০ মুক্তিযোদ্ধাকে ১০,০০০/- টাকা করে এক মাসের ভাতা প্রদান করা যাবে।
- ৪৩,২০০ গ্রামীন শিক্ষিত বেকার যুবক/যুব মহিলাদের ৫০,০০০/- টাকা করে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান/স্বনির্ভর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

এছাড়া যমুনা গ্রুপের অপর সহযোগি প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যারোমেটিক কসমেটিকস লিমিটেডের বিরুদ্ধে সুদসহ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বকেয়া রাজস্ব আদায় করা গেলে উপরে উল্লেখিত উন্নয়ন কাজসমূহ আরো তিনগুণ বেশি করা সম্ভব হবে।

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, ‘‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে একটি ব্যবসা, শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস চালাচ্ছে। স্বনির্ভর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকলের সহযোগিতায় রাজস্ব সংগ্রহে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা দেশবাসীর নিকট দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে, যেকোন সম্মানিত করদাতা যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আর্দশিক অবস্থানের প্রতি অংশীদারিত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও তাৎক্ষণিকভাবে তাদেঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে । তাঁদের সকল আইনগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করবে।”

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া